সংবাদ

13 FEB 2007
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৩

আনন্দ স্কুল প্রকল্পের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত : শুরুতেই কয়েক কোটি টাকা লোপাট

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

জোট সরকারের আমলে গৃহীত রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন (রস্ক) প্রকল্প বা আনন্দ স্কুল প্রকল্পে ব্যাপক অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। প্রায় ৪০০ কোটি টাকার এই প্রকল্প বাস্তবায়নের শুরুতে কয়েক কোটি টাকা ইতোমধ্যে লুটপাট হয়েছে। তাই বিদেশী অর্থায়নে নেয়া এই প্রকল্পের ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর রস্ক প্রকল্প গ্রহণ করে। ৩৯০ কোটি ৭২ লাখ টাকার এই প্রকল্পে বিশ্বব্যাংক ও এসডিসি'র ৩৫৪ কোটি ৩২ লাখ টাকা এবং বাংলাদেশ সরকার ৩৬ কোটি ৪০ লাখ টাকা প্রদান করে। প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ঝরেপড়া ও উপযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও বিদ্যালয়ে না যাওয়া ৭ থেকে ১৪ বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের আবার বিদ্যালয়মুখী করতে এই প্রকল্প নেয়া হয়। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের উপসচিব এ কে এম নূরুজ্জামানকে পরিচালক করে গৃহীত এই প্রকল্প প্রাথমিক পর্যায়ে ৩৪টি জেলার ৬০ জেলায় বাস্তবায়ন শুরু হয়। ২০০৪ সালে শুরু হওয়া এই প্রকল্প আগামী ২০১০ সালে শেষ হওয়ার কথা থাকলেও ৩ বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজে নানা অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে।

অভিযোগে জানা যায়, এ প্রকল্পের অধীনে

লোপাট : পৃঃ ২ কঃ ১

লোপাট : কোটি টাকা

(১২ পৃষ্ঠার পর)

সরকার ও এনজিওগুলোর তত্ত্বাবধানে জনগণ কর্তৃক গঠিত আনন্দ স্কুলের অনুমোদন প্রক্রিয়া থেকে অনিয়ম শুরু হয়। ২৫ থেকে ৩৫ জন ছাত্রছাত্রীকে নিয়ে গঠিত একটি স্কুলে একজন শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়। স্কুলের অনুমোদনের সময় প্রত্যেক শিক্ষক-শিক্ষিকার কাছ থেকে ৫ থেকে ১০ হাজার টাকা আদায় করা হয়। এই স্কুলের এডুকেশন সার্ভিস প্রভাইডার (ইএসপি) হিসেবে নিয়োগ দেয়া এনজিওগুলোর কাছ থেকে ৩০-৪০ হাজার টাকা নেয়া হয়। ফলে স্থানীয় অভিজ্ঞ এনজিওর পরিবর্তে জনবলহীন নামসর্বস্ব এনজিওরা কাজ পায়। এই প্রকল্পে নিয়োগকৃত ১০০ জন প্রশিক্ষক নিয়োগেও বড় ধরনের অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে।

প্রকল্প নীতিমালা অনুযায়ী শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মাসিক ১ হাজার ২০০ টাকা হারে বেতন ৬ মাস পর পর সোনালী ব্যাংকের স্থানীয় শাখার মাধ্যমে পরিশোধ করা হয়। এই টাকা উত্তোলনের জন্য স্কুলের সেন্ট্রাল মনিটরিং কমিটির (সিএমসি) রেজুলেশনে উপজেলা শিক্ষা অফিসার ও সহকারী শিক্ষা অফিসারের স্বাক্ষরের প্রয়োজন হয়। এই স্বাক্ষরের সময় তাদের কাছ থেকে দেড় থেকে দুই হাজার টাকা আদায় করা হয়। এছাড়া ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ না করেই ওই খাতে বরাদ্দকৃত অর্থের ব্যয় দেখানো হয়েছে। প্রকল্পের অফিস ডেকোরেশনের নামে কয়েক লাখ টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

সূত্র জানায়, প্রকল্পের শুরুতে টেন্ডার ছাড়াই প্রকল্পের মালামাল ক্রয় করা হয়। বাজারমূল্যের চেয়ে কয়েক গুণ বেশি এই মালামালের মূল্য দেখানো হয়। ইএসপি সুপারভাইজারদের ট্রেনিং ভাতা ও উপকরণ ক্রয়ের নামেও লাখ লাখ টাকা ব্যয় দেখানো হয়। প্রশিক্ষণ ও যাতায়াত ভাতা বাবদ জনপ্রতি ২ হাজার টাকা ব্যয় দেখানো হলেও প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীরা পেয়েছেন মাত্র ৫০০ টাকা। প্রত্যেকটি স্কুলের সিএমসি'র সদস্যদের প্রশিক্ষণ ভাতা ও উপকরণ ক্রয় বাবদ কয়েক কোটি টাকা ব্যয় দেখানো হয়েছে। সারাদেশে প্রায় ৯ [illegible] স্কুলের সিএমসির ১১ সদস্যের প্রশিক্ষণ বাবদ ৫০০ টাকা করে খরচ দেখানো হলেও প্রশিক্ষণে অর্ধেকের বেশি সদস্য উপস্থিত ছিলেন না। আর এই খাতে ব্যয় করা হয়েছে ১০০ টাকারও কম।

জানা যায়, প্রকল্প বাস্তবায়নের শুরুতে একের পর এক অভিযোগ উঠতে থাকে। এমনকি গত বছর এপ্রিল মাসে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতেও রস্ক প্রকল্পে অনিয়মের অভিযোগ উত্থাপিত হয়। আওয়ামী লীগ দলীয় সংসদ সদস্য শাজাহান খান এই প্রকল্পে ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগ উত্থাপন করে এ ব্যাপারে তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান; কিন্তু কোন ব্যবস্থা না নেয়ায় প্রকল্পে একের পর এক অনিয়ম ও দুর্নীতি অব্যাহত রয়েছে। এই অনিয়ম ও দুর্নীতির সঙ্গে প্রকল্পের শীর্ষ পর্যায় থেকে উপজেলা শিক্ষা অফিসার পর্যন্ত জড়িত বলে জানা গেছে। বিগত জোট সরকারের মন্ত্রী-এমপিরাও শুরুতে এই প্রকল্প থেকে বখরা পেয়েছিলেন বলেও অভিযোগ রয়েছে।

প্রকল্পে অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ উঠলেও প্রকল্প যথাযথভাবে বাস্তবায়ন হচ্ছে বলে প্রকল্প কর্মকর্তারা দাবি করছেন। অন্যদিকে তারা বিনা বাধায় প্রকল্পের অর্থ লুটপাট করে যাচ্ছেন। আগামীতে এ বিষয়ে জটিলতা এড়াতে এবং এর অনিয়ম চাপা দিতে প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজের অগ্রগতি চিহ্নিত করতে এসি নেলসন (বাংলাদেশ) লিমিটেড নামে একটি প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে জরিপ করানো হয়েছে। সে প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধেও নানা অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে।

প্রকল্পের সহকারী পরিচালক ফারহানা হক অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, বাইরে থেকে অভিযোগ করলেই হবে না। বিদেশী প্রতিষ্ঠান দিয়ে প্রকল্পের অডিট করা হয়। এখানে অনিয়মের কোন সুযোগ নাই। তিনি 'সংবাদ'কে বলেন, প্রকল্পের অবস্থা ভাল এবং যথাযথভাবে বাস্তবায়ন হচ্ছে। অডিটের কাগজপত্র দেখলেই বোঝা যাবে। জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্য এই প্রকল্প সম্পর্কে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে বলে তিনি দাবি করেন। এদিকে একাধিকবার ফোন করেও প্রকল্প পরিচালক এ কে এম নূরুজ্জামানের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।